নীহার ও নির্ঝর

প্রথম খণ্ড

শ্রীরঘুনাথ সুকুল
প্রণীত

মূল্য ।।০ আনা

১৩২০

উৎসর্গ

নাটোরাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের করকমলে এই কবিতাগুলি অর্পণ করিলাম।

বিনীত—

গ্রন্থকার

ভূমিকা

তারকা চিহ্নিত কবিতাগুলি "প্রবাসী" প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাদের অস্তিত্ব রক্ষা করাই গ্রন্থাকারে উহাদিগকে মুদ্রিত করাইবার উদ্দেশ্য। মফঃস্বলের প্রেসে ছাপা হওয়ায় মুদ্রণকার্য্য পরিপাটি হয় নাই। ভবিষ্যতে ভাল করিবার ইচ্ছা আছে। 'বর্ষাবীর' শীর্ষক কবিতাটি প্রবাসীতে "মেঘ" নামে প্রকাশিত হয়। "হতভাগ্য" আমার অতি অল্প বয়সের লেখা।

বাবু গিরিজাশঙ্কর চৌধুরী ও শ্রীমান্ বাসুদেব সুকুল প্রুফ সংশোধনাদি কার্য্যে আমার বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

শ্রীরঘুনাথ সুকুল

সূচীপত্র

ভ্রম সংশোধন—

৬১ পৃষ্ঠায় ১৪ পং মিদরা স্থানে মদিরা হইবে।
৭২ " ২য় পং বক্ষ " কক্ষ "
৯৩।৯৭ ,, মহারাজা " মহারাজ "
৮৯ ,, শাস্তনা ,, শান্ত্বনা ,,

* বর্ষা ঋষি

এস বারিধর, ঋষিবর, ওগো
ধারা - উপবীত - ধারী !
গভীর মন্দ্রে গাও হে ছন্দ,
গগন - কাননচারী !
নিমেষে নিমেষে কর উন্মেষ
বিজলী - যজ্ঞানল,
কোটী কোটী শত বিন্দু - মন্ত্রে
বাঁচাও পরাণীদল ।
তবে যারা শুধু ইন্দ্রিয়হারা,
বৃথা সুখ - পানে রত,
সে সবারে ঘোর বজ্রাভিশাপে
মুহূর্ত্তে কর হত ।

এস মুনিবর, পরহিতপর,
কৃষ্ণ - অজিনধারী !
কর অজস্র বিতরণ, শুভ
শুভ্র শান্তি - বারি ।
অন্তিমে ধরি অমল কান্তি,
অনন্তে হও লীন ;
নীরবে বাজুক্ ইন্দ্রধনুতে
তব মঙ্গল-বীণ ।

বর্ষা বীর

১

আমি মহাবীর গরজি গভীর
আসিতেছি রোষ ভরে,
ঘন বিদ্যুৎ— খর তরবারি
চমকে আমার করে ।

২

করো না কো ভয় ; আমি সদাশয়
রক্ষা করিব সৃষ্টি,
তরল বিশিখে বিদ্ধ করিব
ঘোর রিপু অনাবৃষ্টি ।

৩

তটিনীনিচয় জননী আমার
জনক আমার সিন্ধু,
স্নিগ্ধ করিব দগ্ধ বিশ্ব
বরষি করুণাবিন্দু ।

৪

ফুটাইব ফুল বিবিধ মুকুল,
শস্য করিব পুষ্ট ;
প্রহরণ ঘোর অশনিতে মোর
মরিবে যাহারা দুষ্ট ।

৫

আমার বিজয়- -বৈজয়ন্তী—
উড়ায়ে ইন্দ্রধনু,
আমার জনক- জননী-গর্ভে
মিশে হব আমি অণু ।

৬

চলে যাব আমি, বিমল আসারে
বিকশিত করি বিশ্ব,
আবার আসিব বরষেক পরে
ধরি সেই ঘোর দৃশ্য।

* পুরোহিতের প্রতি ছাগ

শিরে সিন্দূর, গলে ফুলহার!
কেন এত সম্মান?
স্বর্গ স্বর্গ বলি, পুরোহিত,
কেন খাও মোর কান?
কেন এ আচার ধর্ম্ম-বিচার,
উপচার-সম্ভার?
তব মন্ত্রে কি চেতনা জাগিবে
জড়-জগদম্বার?
যদি জাগে, তবে 'সৃষ্ট' সে হবে,
তুমি সে সৃজনকারী:—
তব ঈশ্বরী হয় সে কি করি?
ঈশ্বর তুমি তারি!

জগৎ যুড়িয়া নির্ঝর সম
ঝরে কারুণ্য যাঁর,
সেও কি কখন রক্ত শুষিবে
ভাঙ্গিয়া আমার ঘাড় ?
আমি অজ ! তুমি — ধর্ম্মধ্বজ !
বুঝিয়াছি তব ভাণ ;
চল একান্তে !— দেব-মন্দির
নহে বধাস্থান।

* পেচক ও হংস

গর্ব্বিত ভাষে করি পরিহাস
পেচক কহিল হংসে,
"তব উদ্ভব, কহ, কলরব !
কোন্ বিজ্ঞের বংশে ?
যারে ভজ তুমি, তার পদ চুমি,
কেনহে নিঃস্ব বিশ্বে ?
মম ঈশ্বরী নরবর করি
রাখেন আপন শিষ্যে।"

কহিল মরাল, "দূর্ জঞ্জাল,
কথা তুলে হ'লি জব্দ,
কি বুঝিবি জড়, লক্ষ্মীর চঁর!
বাণীর বীণার শব্দ?—
অনুকরি তাহা শিখিয়াছি যাহা,
গাহি তা' ললিত ছন্দে,
আকাশে অনিলে মুক্ত সলিলে
বিহরি মন্দে মন্দে।
প্রাণে শত আশা, বেঁধেছিস্ বাসা
কমলার পদপ্রান্তে,
তথাপি আহার ইঁদুরাদি ছার,
তাও ঘটে দিবসান্তে।"

* ব্যাধ ও কসাই

"আমি চিড়িমার ! করিয়া উজাড়
গুল্ম কানন বৃক্ষ ,
করি ছারখার পক্ষীর ঝাড়
শার্দ্দূল আদি ঋক্ষ ;

জানি না যে বেদ, কিবা তা'য় খেদ ?
জানি না ধর্ম্মাধর্ম্ম,
জানি এই—আমি করিয়া যেতেছি
বিধি নিরূপিত কর্ম্ম !"

কহিল কসাই, "চিড়িমার ভাই !
জবাই করি যে নিত্য,
সেই মোর রাম সেই সে রহিম্
সেই সে প্রাতঃকৃত্য ;

তবে কি আমার হ'বে উদ্ধার
পাব কিরে সার সত্য ?"
চিড়িমার কয় "কেন বল্ নয় ?
শোন্ বলি তবে তথ্য :—

জ্ঞানের নিধান বিরচি বিধান
যা'রা সকলের সেরা,
যজ্ঞেতে, পশু— বলি দিয়া, যদি
স্বর্গেতে বাঁধে ডেরা;
রণে সাজি' শূর, নাশিয়া প্রচুর
ভোগ করি ভরপুর,
কামনার দাস নিষ্ঠুর নর
মরি, হয় যদি সুর;
জীবিকার তরে করি অকাতরে
নিজ নিরূপিত কর্ম্ম,
লভিব না কেন ব্রহ্ম পরম—
নিষ্কাম শুভ ধর্ম্ম ?"

হ্যালির ধূমকেতুর প্রতি

১

অসীম শূন্যে ঘুরিতে ঘুরিতে
ধরি নিরূপিত রেখা,
বহুদিন পরে পুরাণ পথিক !
আবার দিতেছে দেখা ।

২

“ধর্ মার্” রবে খেলেছিলে, যবে,
সেবার, ভবের দাবা,
জননী আমার নাহি জনমিল,
হামাগুড়ি দিত বাবা ।

৩

হে নভশ্চর ! কহ বিস্তর ;
আরোহী পবন-রথে —
কত কি কাণ্ড দেখ প্রকাণ্ড
ভ্রমি অনন্ত পথে ?

৪

ঊর্দ্ধে তুলিয়া ভীষণ পুচ্ছ
ক্রুদ্ধ কেশরী পারা
গ্রাসিতে ধরণী আসিতেছ বুঝি
নীচমুখে, ধূমতারা !

৫

তোমার মতন আরো কত জন
লম্বা লেঙ্গুর ধারী
আসি মাঝে মাঝে মানব - সমাজে
করে' যায় নাম জারি।

৬

কিরণ-গুচ্ছ— তোমার পুচ্ছ
ঝরে সে বিষের ধারা,
তাই তো তোমায় দেখে ভয় পায়
যম সম ধূমতারা !

৭

দারুণ সৃষ্টি ! তোমার দৃষ্টি,
ঘোর হুতাশনরূপে
দেখিতে দেখিতে করিল ভস্ম
বিশ্ব-বিদিত ভূপে !

৮

সুখের আশায় সবে যারে চায়,
গুণী-ধনী-মানী যারা
তারি দিকে তব বিশেষ লক্ষ্য,
ওরে ও, লক্ষ্মীছাড়া।

৯

বলি তোমা, তাই, ধূমকেতু ভাই,
দিয়ে লাঙ্গুল ঝাঁটা,
নিতে যদি চাও, ঝেড়ে নিয়ে যাও
দুনিয়ার যত কাঁটা।

—o—

বারিনিধি

আমি বারিনিধি, অবধিবিহীন,
চির নব, চির বৃদ্ধ,
বিধাতার বরে অজর অমর,
মাণিক রতনে ঋদ্ধ।

অনন্তগামী, চলিয়াছি আমি
আশার অসীম পথে,
ঘুরিছে লক্ষ— লহরীচক্র
আমার বাসনা-রথে।

কবে হব পার দেখা পাব তাঁর
জানি নাকো কিছু মাত্র,
তাই তাঁরি পানে দিয়াছি ঢালিয়া
আমার তরল গাত্র।

তরল গাত্র, অসরল মোর
চপল চিন্তা-ঢেউ।
তাই ডেকে মরি গুরু গম্ভীরে
শুনে না কি কিছু কেউ!

* দাঁড়কাক

মধ্যাহ্নে অনলবৃষ্টি করে রুষ্ট জ্যৈষ্ঠের ভাস্কর ;
সন্তাপিতা ধরিত্রীর কষ্টশ্বাস বহে তপ্ত বায়ু ;
এ কুক্ষণে, নাড়ি ডানা, যেন কোন জ্যোতিষী তৎপর,
রুক্ষ রবে, দাঁড়কাক, গণিছ কি মানবের আয়ু ?
উচ্চ কর পুচ্ছখানি শীর্ষখানি কর তুমি নত,—
প্রতি ডাকে উঠ পড়, পুনঃ পুনঃ ঢেঁকিটির মত ।

শিখীর পেকমলীলা, চিত্তহারী প্রমত্ত নর্ত্তন ;
মরালের কলস্বন, মনোহর মদালস গতি ;
খঞ্জনের মঞ্জুবাণী, সুচপল শরীর কম্পন ;
তুমি কি জানিবে, বৃদ্ধ, স্থূলবুদ্ধি উদাসীন অতি ?
জাননা বিভ্রমপূর্ণ কোকিলের ভদ্রোচিত ভাষা ;
স্পষ্ট কথা কহ শুধু, যেন নিরক্ষর বিজ্ঞ চাষা ।

বসি কোন গৃহশিরে, নিদারুণ ব্যোমভেদী রবে,
আকেন্দ্র কম্পিত করি গৃহস্থের সন্দিগ্ধ হৃদয়,
বিস্ফারিত করি চক্ষু, সঘনে ডাকিয়া উঠ যবে,
সে তোমারে কহে কত " দুষ্টভাষী, ক্রূর, দুরাশয় !"
বুঝিতে পারে না মূর্খ, এ যে তার চিত্তগত ভ্রম;
তুমি যদি থেমে থাকো, থামিবে কি সর্ব্বভুক্ যম ?

ডাকো তবে ডাকো, কাক ! তব রবে মম হর্ষোদয়,
তব রবে সমাচ্ছন্ন চিত্তাকাশ ধরে ঘোর ছায়া ;
সহসা হতাশ-হৃদে জেগে উঠে শব্দ শূন্যময়,
ভুলে যাই অকস্মাৎ সংসারের ক্ষণস্থির মায়া ।
তব শব্দ শুনি আমি বুকে মাখি প্রীতি আর ভীতি;—
শ্মশানে সন্ন্যাসিমুখে যেন, সুগম্ভীর নৈশ গীতি ।

বিচারক ও ডোম

১

" হুজুর ! আমারে দিতে হ'বে আজি
পেট্‌ভরা বক্‌সিস্‌ ;—
মেরেছি কুকুর— বিশ ন'খো , এর
রোমে রোমে ছিল বিষ ।"

২

দেখিলা চাহিয়া বিচারক, দিয়া—
লেখনীরে অবকাশ,
পায়ে বেঁধে দড়ি আনিয়াছে ডোম
মানুষের এক লাশ ।

৩

না বুঝি কারণ, ' বিঘ্ন - বারণ'
নীরবে যাবৎ রহে,
স্মরিয়া চরম মরমের কথা
মুর্দ্দাফরাস কহে ;—

৪

" কর সুবিচার, ধর্ম্মাবতার !
সুস্থির করি চিত্ত,
সহোদরে মারি নিতে এ চাহিল
পৈতৃক যত বিত্ত ;

৫

" মোরে দিল ভার চুপে মারিবার—
দেখায়ে সোনার বাটী ;
আমি খাঁটি ডোম, উল্টে উহারি
মাথায় মারিনু লাঠী ।

৬

করিও না রাগ, ওহে মহাভাগ !
করিও না বেশী জেরা ;
মানুষ কখন মারি নাই, এটা—
ক্ষ্যাপা কুকুরের সেরা ।

৭

করিবার যাহা করিয়াছি ; আর,
পেতে আছি এই ঘাড় ;
হয়, ফেলে দাও বক্সিস, নয়
কর যাহা করিবার ।"

—০—

• * শুক্রতারা

১

নিরাশ আকাশের সরস আশা টুকু
ঊষা ও সন্ধ্যায় চির নব ;
নিমেষ দেও দেখা,—তবু অনুক্ষণ
স্মরি ও চির-চারু রেখা তব।

২

তুমি কি বিপুলের—বিমল ঘনীভূত—
স্নিগ্ধ উজ্জ্বল ছবি খানি ?
তুমি কি মহানের—কণিকা সম্ভূত
রবির অনুগত মহারাণী ?

৩

অথবা, তুমি, তারা, শান্ত নীল নভ—
সান্ধ্য-বনে নিশিগন্ধা রট !
অথবা, সুবিমল কোমল কুন্দ গো,
বিভাত-বনে বিভু-সুযশ রট !!

* নিদাঘ ।

হে সন্তপ্ত, হে বিরহী, হে হতাশ-কর্ক্কশ করাল !
দিগন্ত উজলি, তব বিকীর্ণ কিরণ-জট-জাল
উড়িছে অসীম শূন্যে ; নিশ্বাসের ঘন বিক্ষেপনে
ফুটি বিস্ফুলিঙ্গ শত, মর্ম্মাহত জল-স্থল-বনে
তুলেছে জ্বালার ঢেউ—বিপ্লাবিত করিয়া সংসারে ;
ব্রহ্মাণ্ড বিদীর্ণ, আজি, হে প্রচণ্ড, তব হাহাকারে !
ভীষণ ভ্রূক্ষেপে তব, বিলীন বসন্ত ক্ষীণ-প্রাণ ;
উদ্দাম কামনা—দগ্ধ ; ক্লান্ত জীব মুহুঃ ধাবমান
লভিতে শান্তির ছায়া ; তাই, সিক্ত হ'ল কি অন্তর ?
তাই কি, করুণ চিত্তে, বিছায়ে বিচিত্র বাঘাম্বর,
সন্ধ্যা-ভূতি মাখি গায়ে, ললাটে ললাম চন্দ্রে ধরি,
বসিলে ঈষৎ শান্ত, উন্নত গগন-নগোপরি ?
নমস্কার করি তোমা, ওগো রুদ্ররূপী ঋতুবর,
আমি ভালবাসি তব রুষ্ট-সৌম্য মুরতি সুন্দর।

অনেকদিনের ফটো

১

হে মোর ফটো !
বহুদিন পরে পেয়ে গো তোমায়
দুটি কথা প্রাণে বলিবারে চায়
খুসী হও ভাল ; কিবা আসে যায়
যদিই চটো ?—-
আমার ফটো !

২

বাহোবা ফটো !
কি মধুর সিঁথি চিরুণীতে চেরা,
নাতি-স্থূল সরু গোঁপ দুটি সেরা
কে বলিবে দেখি, আমার চেহারা
তুমি যে বটো !—
নহে কি ফটো ?

৩

তাড়াতাড়ি তাই আয়নাতে আজ
দেখিলাম, এবে, করেন বিরাজ
সিঁথির আসনে টিকি মহারাজ
দম্ভে কতো,
ছোট ছোট করি চুলগুলি কাটা
যেন মুড়ো ঝাঁটা; গোঁপগুলি ছাঁটা-
কোন গৃহিনীর—গহনা ঝাড়ার
কুঁচির মতো,
ছিছি, হে ফটো।

৪

সমুখে তোমার পাথুরে টেবিল;
তদুপরি বুঝি বিলাতী ডেভিল্
বোতলেতে ভরা? ওটা বুঝি বিল্—
কাগজ খানি?
দু'খানা কেতাব দিতেছে বাহার;
একখানা বুঝি বায়রণ তা'র?
বেঁঠে বোতলেতে হ'বে বুঝি আর
শোডার পানি!
তোমারে জানি!

৫

কেশ বেশ ভূষা নিরখি যতই,
সুখ কথা মনে পড়ে হে ততই,
ওই ও পোষাকে ঢেলেছ কতই
গোলাপী অটো,
কটা কেশ, এবে তেল বিনা ছার,
গিয়াছে চেয়ার—কম্বল সার,
এখনি কি হ'লো ?—কিছু দিনে আর
পাবোনা চটো ! (চটও)
হায়রে ফটো !

৬

তোমার ভিতরে দিয়ে এই প্রাণ
বাসনা যে, আমি, ত্যজি দেহখান
তবু পেতে পারি কিছু সম্মান
নবীনদের ;
তবু হ'তে পারি আবার যে তাজা
খেয়ে মাছ মুড়ি মাংসাদি ভাজা ;
ফটোহে ! তুমি, এ দাঁতের কি সাজা
পাওনা টের ।

সুঠাম সুগোল হেরিয়া তোমায়,
পুড়ে উঠে মন ঘোর হিংসায় ;—
কি ছিলাম আগে, কি হ'লেম হায়
ভাবি তা' কতো !
তুমিই ত করি অনাচার নানা
হাড়ে শেষ করিয়াছ দেহখানা
চিপ্‌ গেছে বসে, ঠিক গাড়ী টানা
গরুর মতো,—
ঘৃণা, হে ফটো !

৮

বেশী কেন আর ? বুঝেছি এবার,
ছবিতেও আছে যতটুকু সার,
জীবের জীবনে নাই কণা তার
এ মোর মটো ;
হ্রস্ব কি, ক্ষীণ, দীর্ঘ কি, পীন,
সবাই একটি টানের অধীন,
আছি এই নাই ;—তবু, কিছুদিন
তুমি হে ফটো ।

* হতভাগ্য ।

উদাস প্রাণের ভাবনার মত
তরল গভীর গোধুলি ছায়া ;—
তাহার ভিতরে ডুবু ডুবু করে
সুদূরে রুচির কুটীর কায়া ।
চারিদিকে ঝিল আবিল সলিল
দুধারে বিপুল বাঁশের ঝাড়,
বাতাসে বাতাসে বাজে বাঁশে বাঁশে
পিশাচিনী যেন চিবায় হাড় ।
পাখীরা নীরব ঝিঁঝিঁ করে রব
তেঁতুলের গাছ মুখর রোলে,
সরু শাখা সনে ঊর্দ্ধ চরণে
বাজিকর সম বাদুড় দোলে ।
রুচির কুটীর নিবাস দুটীর
একজন তার নাহিক পাশে,
আঁধারে আলী দীপ-শিখা জ্বালি
রয়েছে রমণী তাহার আশে ।

ক্রমশঃ তিমির হ'তেছে নিবিড়
না আসে তাহার দুখের দুখী,
সজল নয়নে কত ভাবে মনে
সেই মুকুলিত-কমলমুখী।

চিন্তায় নূয়ে পড়ে কভু শুয়ে
ভূমিতে মলিন আঁচল পাতি,
দুয়ারে দাঁড়ায় পথ-পানে চায়,
ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল রাতি।

ভুবন মাঝার সে দোঁহে দোঁহার
আপন বলিতে নাহিক আন,
হৃদয়-নিলয় করি বিনিময়
দোঁহে আছে যেন দোঁহার প্রাণ।

কি যে করি হায়, থাকিল কোথায়
না পারি বুঝিতে বিধির খেলা,
ভয় পাব বলি শত কাজ ভুলি
সে ত আসে চলি থাকিতে বেলা।

ঘরে দ্বার দিয়া থাকিল বসিয়া
দেহ ছাড়ি দূরে রহিল প্রাণ,
কভু চমকিয়া, অধর খুলিয়া,
কি যেন শুনে সে পাতিয়া কান।

"আর ত পারি না" কহি, প্রেমাধিনা
উঠিল, সাহসে করিয়া ভর,
খুলে কত বার দিল পুনঃ দ্বার,
খুলিল আবার স্মরিয়া হর।

চলিল তিমিরে দ্রুত কভু ধীরে
সমীরে শুনিল কুরব কত,
কত ছায়া-ছবি নয়নে নাচিল—
বিবশ মনের বাসনা মত।

কত দূরে গিয়া কাঁদিল বসিয়া
চলিল মুছিয়া নয়ন বারি,
যেতে নারে আর (বিকট আঁধার!)
গৃহ-পানে পুনঃ ফিরিল নারী।

কুটিরে পশিল বিষাদে বসিল
মনের বাসনা মনেতে রাখি,--
নীর আশে গিয়া, তুফানে ডরিয়া,
নীড়েতে ফিরিল তৃষিতা পাখী।

ভাবে মনে মনে "আমিত স্বপনে
তার কাছে কিছু করি নি দোষ।
অভাবের ঘরে (স্বভাবের তরে)
'দিলে না' বলিয়া করি নি রোষ।

"যদি ভালবেসে দিত কিছু এসে
নিতাম তা হেসে স্নেহের ভরে;
তার সুখে সুখী তার দুখে দুখী
আমি ত হয়েছি জনম তরে।

"কত সুখ আশা কত ভালবাসা
কত হেম ধন ঠেলিয়া পায়,
নয়নের মণি শত সুখ-খনি,
আমি ত আপনি, করেছি তায়।

"কোথা গেল তবে?" বলিয়া নীরবে
বিষাদিনী পুনঃ ভাবিতে নিল,
হেন কালে পতি (জড়িত ভারতী)
"খোল" বলি, দ্বারে আঘাত দিল।

"কোথা ছিলে আজ, ছিল কিবা কাজ,
ও—কি! কথা হেন হয়েছে ভার?"
কহিয়া রমণী উঠিয়া অমনি
তাড়াতাড়ি দিল খুলিয়া দ্বার।

টলিতে টলিতে পড়িতে পড়িতে
পশিল যুবক আতুর যেন,
সে ভাব নেহারি চমকিয়া নারী
"কহিল অমন করিছ কেন?"

সে ভাব নিরখি, হিম-বিধুমুখী
আকুল পরাণে চুমিতে গিয়া
"একি একি," বলি, দূরে এল সরি
মুছিল অধর আঁচল দিয়া।

থাকিল বিমুখে; কথা নাই মুখে,
নয়নে ঝরিল ঘৃণার বারি,
হৃদয়ে যাতনা— যমের তাড়না
শরমে ডুবিয়া থাকিল নারী।

জগতে অতুল রাখিল যে ফুল
প্রেম-সুরধুনী পূজন তরে
তা, যেন, তাহার, হয়ে গেছে ছার
যবন-পরশে নিমেষ ভরে।

"ছি ছি, সুরাপান! গেল কুলমান
এখনো কপালে রয়েছে ঢের,
শুধু সুরাপান কি আছে প্রমাণ?
আরো আছে কিছু ভিতরে এর।"

নারিল থাকিতে নারিল ঢাকিতে,
রোষে অভিমানে পতিরে বলে,—
"কেন এ কুমতি? কার এ যুকতি,
কোন্ কিরাতিনী বাঁধিল ছলে?"

দারুণ বচন করিয়া শ্রবণ
করুণ বচনে যুবক কয়—
"বৃথা কেন হৃদি ফেলিতেছ বিঁধি ?
কিরাত বাঁধিল, কিরাতী নয়—

"নাম তার 'ঋণ', অতি দয়া হীন
বাঁধি নিশি দিন ব্যথিছে প্রাণে,
কভু করি রোষ দিয়া বৃথা দোষ
মরম বিদারে দারুণ বাণে।

"যদিও দুখিনী চির-অভাগিনী
হয়েছ সরলে আমার ঘরে,
দুখ-আশীবিষ ধরে না সে বিষ
যে বিষ এ ঘোর কিরাত শরে!

"ভাবি অনিবার কিসে পাব পার
কেমনে ঘুচাব বেদনা যত,
প্রাণে যত জ্বালা শুন, চারুবালা,
তোমারে খুলিয়া বলি না অত।

"আজি প্রাণ মন কাঁদিল যেমন
কখন তেমন কাঁদে নি প্রিয়ে,
ডুবি চিন্তা-নীরে ভ্রমি ধীরে ধীরে।
উপজিনু এক বিজনে গিয়ে।

"তাপিত এ হিয়া থাকিনু বসিয়া
আশ্রয় করি তরুর মূল,
এল সেথা নর অতি সুন্দর,
উচ্চ কুলের নাহিক ভুল।

"তবু কাল বশে সব গেছে ভেসে
বেশ ভূষা হেরি বুঝিনু তার,
দেখি মনে হয়, তাহারো হৃদয়
আমারি মতন পুড়িয়া ছার।

"কথা নাই মুখে, যেন কত দুখে
অতীত কাহিনী স্মরণ করে,
কত ঘৃণা দ্বেষ হয় সমাবেশ
বিরাগ ব্যাপৃত বদন পরে।

"থাকি সে ক্ষণেক ভাবিয়া অনেক
যেন ধৈরয ধরিতে নারি,
কক্ষ হইতে সুরার বোতল
করিল বাহির, নিশাস ছাড়ি।

"ভুলিয়া শরম, ভুলিয়া ধরম
ভুলি কুলশীল, ভুলিয়া মান
অতি অভিমত অমৃতের মত
সে ঘোর গরল করিল পান।

"না যেতে নিমেষ সুষমা অশেষ
নয়নে বদনে ভাসিল তার,
শোক তাপ যত একেবারে গত
যাতনার লেশ না র'ল আর।

"অতি কুতূহলে উপদেশ ছলে
করিনু প্রশ্ন যুবার প্রতি,
'কহ দেখি ভাই, তোমারে শুধাই
এ বিষ খাইলে নাহি কি ক্ষতি?

'শতবার আছে, লক্ষবার আছে'
কহিল মানব জড়িত স্বরে,
'আছে আগে পাছে আছে দূরে কাছে
এ সুরা মানবে পিশাচ করে।"

'আমি বিস্ময়ে— 'এত জ্ঞানী হয়ে
কেন তবে পান কর এ পাপ?'
হেসে কহে নর এই প্রাণহর
ভুলায় যাতনা ঘুচায় তাপ।"

'চিন্তিত ছিনু; আমিও ভাবিনু
ভুলায় যাতনা ঘুচায় তাপ!
আবাব আবার আবার ভাবিনু
ভুলায় যাতনা ঋণের তাপ!

'প্রসারিনু কর, অমনি সে নর
বুঝি অন্তর, ঢালিয়া দিল ;
মোহিনী সে ধারা করি জ্ঞানহারা
প্রাণের দুয়ার খুলিয়া দিল।

'সে গরল ধারা হয়ে সুধাপারা
সন্তাপ মম হরিয়া নিল,
ভাবিলাম সার বন্ধু আমার
সত্য বচন বলিয়াছিল।

'একি! প্রেমময়ি চেয়ে দেখ ওই
যেতেছে যামিনী, হ'তেছে দিন,—
ছাড়ে উৎসাহ, বাড়ে হৃদি দাহ
বাঁধিতে আসিছে কিরাত- "ঋণ"।

'এখনি যাইব এখনি আসিব
এখনি করিব মদিরা পান,
যাতনা ভুলিব তোমারে চুমিব
হাসি' উল্লাসে ধরিব গান।

'কর যদি মানা, তোমারে ভুলিব
ভুলিব পিয়াস ভুলিব ক্ষুধা,
সারা সংসার ভুলিয়া যাইব
ভুলিব না সেই মধুর সুধা

'কহ তবে প্রিয়ে ! আমি আসি গিয়ে ?'
নীরব নিচল রহিল সতী ;
আঁখি নাহি নড়ে, পাতা নাহি পড়ে,
রুদ্ধ বুঝি বা নিশ্বাস গতি ।

"কথা কও প্রিয়ে।" বুকে হাত দিয়ে
আবার তাহারে শুধায় পতি,
বাষ্প আনত নলিনীর মত
অবশ অঙ্গে পড়িল সতী ।

হেরি অবসর ভূতে ধরা নর
(কি বিকার, দেখ, মতির ফের)
খুলে নিল হার (সম্বল তা'র)
মুর্চ্ছিতা বামা না পায় টের ।

সাধিতে মনন করিল গমন
কতখণ পরে জাগিল নারী,
বুঝিল সকল হইল বিফল,
ঝরিতে লাগিল নয়ন বারি ।

আশাপথে চেয়ে দিন গেল বেয়ে,
দীর্ঘ-যামিনী আইল ভীমা,
বিপদের আলি— দীপশিখা, জ্বালি,
থাকিল ; আশার নাহি যে সীমা ।

দণ্ড নিমেষ গণি করে শেষ ;
ক্রমে অবসাদ, পড়িল ঢলি,—
নিরবিল বনে তপ্ত পবনে
যেন শিরীষের নীরস কলি।

যামিনীর শেষে, নেশার আবেশে,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ডাকিল পতি ;
শিথিল শরীর অতি অস্থির
শুনিয়া, উঠিতে নারিল সতী।

শুনি ক্ষীণ স্বর দ্বার খুলি নর
দেখিল, কুটীর আঁধার প্রায়,
স্নেহের ভিখারী,— দীপশিখা নারী
স্নেহ বিনা দোঁহে নিবিতে চায়।

নিকটে বসিল কতই চুমিল
কতই ডাকিল 'প্রেয়সি' বলি,
অভাগিনী শুধু চাহিয়া থাকিল—
যেন বুঝাইল, "যেতেছি চলি।"

ধীরে ধীরে আঁখি মুদিয়া আসিল
হতভাগা ডাকে 'প্রেয়সী' ব'লে ;
আর চাহিলনা ; বুকের বেদনা
জানাল দু'ফোঁটা অশ্রুজলে ।

শয্যায় যদি (কপালের লেখা)
যুবক তাহারে তুলিতে নিল,
ফুরাইল সব !— ক্ষীণ দীপ-শিখা
উসকিতে, যেন, নিবিয়া গেল ।

নিশা হ'ল শেষ নেশার আবেশ
ধীরে ধীরে যবে ছুটিল তার,
তখন বুঝিল, কাঁদিয়া উঠিল—
"আমার প্রেয়সী নাহিক আর !"

আপনি কাঁদিয়া আপনি থামিয়া
যা' করিতে হয়, করিয়া শেষ,
মজি সুরা-পানে যেখানে সেখানে
ফিরিতে লাগিল পাগল বেশ ।

কখন আসিয়া কুটীরে বসিয়া
উদাস পরাণে পাশরি সব,
ভোর সন্ধ্যায় স্মরিয়া প্রিয়ায়
শুনিত উদাস ঘুঘুর রব।

কি যে হ'ল তার জানিনাক আর,
শুনি এই—সেই কুটীর-বাসে,
শোণিত উগরি, পড়েছিল, মরি ;—
সুরার বোতল আছিল পাশে।

* হেমন্ত ল

কুজ্ঝটিকার পাতলা চাদরে
ঢেকে চাঁদ মুখখানি,
বরিতেছি তোমা বিশ্বের রাজা
আমি হেমন্তরাণী।

কুন্দ-দশনে হাসিতেছি, ধরি
শ্যাম শস্যের ডালা,
ঝিণ্টি আমার নোলক, কণ্ঠে
নীহার-মোতির মালা।

ক্ষীণ করিয়াছি তারা-দীপ গুলি
নীরব বাসর ঘরে,
গোপনে তোমার দরশন, আর
প্রেম চুম্বন তরে।

গ্রীষ্ম তোমারে তাপিত করিল
প্লাবিত করিল বর্ষা
শরতের ঘোর দারুণ গর্জ্জে
পীরিতির কোথা ভর্সা ?—

শীতে হ'বে তুমি শিথিল রাজন্ !
মধু নিমেষেক র'বে ;
আমার কোমল শিশির-অশ্রু
অক্লেশে ধর তবে।

অর্শের মহৌষধ

শ্রান্ত পথিক চাহে চারিদিক্ ,
কোন দিকে নাই কেউ,
প্রান্তর পারে মিশিয়া আঁধারে
ঘন ঘন ডাকে ফেউ ।

চোখে পড়ে তার জীর্ণ আগার
খড় খুঁটি পড়ে খসি,
জন্ পাঁচ্ছয় ধীরে কথা কয়
বাহির দুয়ারে বসি ।

ভয়ে কাছে গিয়া কহিল ডাকিয়া
"দিতে হবে আজি ঠাঁই ;
কোনরূপে রাত্ করিব প্রভাত,
আর কিছু নাহি চাই"

" তুমি এত রেতে এলে মাথা খেতে
কেহে বাপু !" কহে তা'রা ;
"পুড়ে হ'নু ছার, কেন ঢাল আর
আগুনে তেলের ধারা ?

শুন না কি ঐ ব্যথার কুঁকানি
খেয়েছ কি দু'টি কান্ ;
দেখ না কি এই ছোট ঘরখানি ?—
হবে না হেথা স্থান ।"

" কি এত কষ্ট কহ না পষ্ট ?"
চতুর পথিক কয়,
" হ'লে হ'তে পারে কিছু উপকার
বুঝে দেখ মহাশয় ।"

" শুন বলি তবে, ছাড়িবে না যবে ;
আমাদের পিতামহ
পূর্ব্বের পাপে দুর্ব্যাধি-তাপে
দহিছেন অহরহঃ ।

ডাক্তার ছাড়ে, কবিরাজ হারে,
গত হ'ল কত বর্ষ,
হত হ্যানিমানী; যত ঝাড়াপানি
সারা, সারিলনা অর্শ।

হুঙ্কার ছেড়ে ঘাড়-মাথা নেড়ে
উপহাসি' কহে পান্থ,—
"ঘুচিল না হায় বুটির ওষুদ্
টোট্‌কায় যাহা শাস্ত।

হয়েছে রাত্রি, দূরের যাত্রী!
অবশ আমার গাত্র,
নহিলে, নিমেষে দেখাতাম যোগ্—
জিনিষ তিন্‌টি মাত্র!"

অতি আগ্রহে শুনি, সবে কহে,
"পরিহর প্রভু রোষ,
থাকো সদাশয়. নাহি কোন ভয়
ভুলিয়া সকল দোষ;—

কি হবে আহার ? আমরা চামার ! ”
অতিথি কহিল, “ মূচী ?—
শাস্ত্রানুসারে চলিবারে পারে
ঘৃত - পক্কিত

চীৎকার করে রোগী যাতনায়,
কা'রো না পোহায় রাত্রি ;
আধ - নিদ্রায় স্বপ্নের ঘোরে
ঔষধ ভাবে যাত্রী ।

প্রত্যুষে জেগে আনে সবে বেগে
পথিকের কথা মত ;—
গঙ্গার জল তুলসীর দল
ফোটা কত, গোটা কত ;

আনে পুন দড় না ছোট না বড়
তিন্‌টি বিল্ব ফল ;
তবে গুণনিধি ব্যবহার বিধি
কহিলেন অবিকল ।

"রাখো সারি সারি ছিটাইয়া বারি
তুলসী ও বেলগুলি।"
করে তা'রা তাই ; কহিলা গোসাঁই
"রোগীটিরে আন তুলি।"

"চীৎকারে তা'র টেকা হবে ভার
হ'বে বড় পরাভোগ ;"
কবিরাজ বলে "কষ্ট না হ'লে
সারে কি কঠিন রোগ ?"

উপায় কি আর ! সহি হাহাকার
আনে তা'রা খেয়ে তাড়া ;
বৈদ্য বলেন "চৌদ্দ পোয়ার
ধরণেতে কর খাড়া।"

দু'দিকে দু'জন টানে দু'চরণ,
হায় কি বিধির পাক্ !
যন্ত্রণা বাড়ে পিতামহ ছাড়ে
জরাসন্ধের ডাক্ ।

কবিরাজ কয় "ওটা কিছু নয়
ওদিকে না কর গ্রাহ্য,
হ'য়ে সংযত উপদেশ মত
তাড়াতাড়ি কর কার্য্য ।

একটি শ্রীফল্ কর, যত বল্,
রোগীরে ডিঙিয়ে পার্,
অন্যটি ধরি, বলিয়া শ্রীহরি
তলে দিয়ে ছোড় তা'র ;

অবশিষ্ট টা আস্ত কি গোটা
আস্তে সে গিলে খাবে
অমনি শান্তি ; অষ্ট প্রহর
কষ্ট আর না পাবে ।"

রেগে সবে কয়, "সে কি মহাশয় !
এ কি তব কারিগরী ?
ভাল আক্কেল্ ! অত বড় বেল
গিলিলে যা'বে যে মরি !"

কহিলা বৈদ্য— "মরিবে অদ্য
সদ্য সে একেবারে;
না মরিলে ছাই প্রাণের বালাই
অর্শ কি কভু সারে ?

—০—

বিভূতি

তোমারি সৌম্য-রুদ্র আনন—
চন্দ্র-তপনে করি গো নমস্কার;
নমি বারে বারে আকাশ-সাগরে—
তোমারি হৃদয় ভাবময় সমুদার।

হেরি কত সুখে ওগো লীলাময়,
তরঙ্গিনীর লীলাময়ী শতধারা—
তোমারি তরল সরল কুটিল
জটিল প্রেমের বিরহ-মিলন পারা।

গাঢ় গম্ভীর হৃদয়-বিদারী,
অথচ সুখদ, তোমারি রবের মত
বিজুলি-ভাসিত মেঘের আরাবে,
হই আমি প্রভু, হর্ষ-বিষাদে নত

ফুল্ল পদ্ম-তোমারি চরণ,
তব মৃদু হাসি-করবীর কোবিদার ;
চামেলীর বাস তব নিঃশ্বাস,
সে সবারে বিভু করিগো নমস্কার

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ণে রচিত—
মন্ত্রপুঞ্জ, মন্ত্রমালার মত
মক্ষির ঝাঁক, পিপিড়ার শ্রেণী
দেখিয়া, ভাবিয়া, জপি তব নাম শত

মরাল-সারস-কণ্ঠে শুনিয়া
তব শৈশব-অফুট মধুর বাণী,
কত শিশু ডেকে করি গো প্রণাম
তোমারি অমল ধবল জীবন জানি।

প্লক্ষ-বটের শীতল ছায়ায়
পড়িয়া কখন ক্লান্ত অবশ প্রাণে,
সে দুটি বৃক্ষে করিগো প্রণাম
তব আশ্রয়ে আছি এই অনুমানে।

তব একত্ব জীবে বিভক্ত—
লক্ষ লক্ষ তারকার মত জ্বলে ;
কোন্‌টী কখন খসিয়া পড়িবে,
তাই ভেবে আমি স্মরি তোমা পলে পলে

গৃধ্র-বায়স-শিবার শব্দ—
তোমারি অশিব প্রলয়ঙ্করী ধ্বনি ;
শামার সুতান তোমারি কণ্ঠ—
তুমি ফণী, আর, তুমিই ফণীর মণি।

কত আর নাথ গণিয়া বলিব
তোমার বিভুতি ? সংখ্যা কি আছে তার ?
এখানে যত যা দেখিনু অনেক,
নবীন দৃশ্যে কর এবে মোরে পার।

—*—

* শুক্রতারা

"আমারে হেরি তুমি যেতেছ চলি," বলি,
বিষাদে ঊষা হিম-অশ্রুঝরে,
"প্রাণের পতি! কর ক্ষণেক দেরি!" কহি,
সন্ধ্যা-সতী মোরে আরতি করে।

ইহারে ভালবাসি, উহারো প্রত্যাশী,
দাঁড়াব কোন্‌দিকে কুল না পাই,
মগন চিন্তায় নিশিথে হই হারা,
দিবসে গগনেতে মিশিয়া যাই।

বিরাগে পরিহরি কলহে ভরা ধরা,
অজানা পথে কভু ঘুরি গো হায়!
প্রকৃতি-বশে পুনঃ ফিরিয়া পশি ভবে;
স্বভাব সহজে কি ছাড়িতে চায়?

ঊষার পাশে এসে আকুল হই হেসে,
দু'দিন চারুবেশে গরিমা রটি;
দু'দিন তরে গিয়ে চুমি সে সন্ধ্যারে,
আমি যে চঞ্চল পাগল বটি!

আমার রূপরাশি জ্বলিয়া উঠে ভাসি
বিশ্বতমোনাশী যে রবি তেজে,
মজিয়া মায়া-মোহে— আমি কি হতভাগা—
লুকায়ে থাকি ভয়ে তাকা'লে সে যে!

—০ঃ**ঃ০—

শিবের দান

(১)

ভাঙা মন্দির, পুরাতন দীঘি,
জঙ্গলে ভরা গ্রাম,
চারিদিকে ঘেরা ম্যালেরিয়া, যা'র,
ওরফে মশক নাম।

বাস্তু কি বাড়ী জমি-জমিদারী
গেছে ছাড়ি জনে জনে ;—
নিঃস্বের গতি বিশ্বের পতি,
বিশ্বাস নাই মনে।

দ্বিজ দীন-হীন প্রাচীন - প্রবীন,
আর, তার সতী জায়া,
ছাড়িতে পারেনি ভাঙা মন্দির
ভগ্ন শিবের মায়া।

নিত্য ভিক্ষা ন'লে অনাহার,—
দুনিয়া ঘুরিতে বাধ্য,
প্রাণ যদি যায় যায়না তা'দের
শিব-পূজা যথাসাধ্য।

দিনে দিন গত আর সয় কত!
করাঘাত করে বক্ষে,—
পলক পড়িল শিবের নেত্রে,
অশ্রু শিবার চক্ষে!

"কে ডাকে আমায়?" ধূর্জ্জটি কহে,
পার্ব্বতি কহে, "ভ্রান্ত!
কোন্ প্রাণ ধরি ভক্তে পাশরি,
প্রাণনাথ আছ শান্ত?

মনে পড়ে নাকি ভাঙা মন্দির,
আর, তব ভাঙা মূর্ত্তি ?—
ব্রাহ্মণ যেথা রেখেছে বজায়
তব সম্মান কীর্ত্তি ? —

দ্বিজ-দম্পতি বিনা, পশুপতি,
কে দিত তোমারে জল ?
আজীবন তা'রা ভজে, ভোলানাথ,
ভাল দিলে তা'র ফল !"

শঙ্কর কয়, "আমি দোষী নয়,
থাকি যে নেশার ঘোরে.
যখন যা' ঘটে, কেন অকপটে
তুমি না জানাও মোরে ?

শুন পার্ব্বতি ! আমার ভারতী
পর্ব্বত সম দড়,——
শিব - রাত্রিতে, ব্রাহ্মণে, আমি,
এবার করিব বড় ।

শিব - রাত্রিতে, ব্রাহ্মণ কেন ?
মানব - দানব - রক্ষ ——
যে মোরে পূজিবে ঐ মন্দিরে,
তা'রে দিব এক লক্ষ ।”

(২)

শিব - দুর্গার কথোপকথন
কৈলাস - নিকেতনে
শুনিল হঠাৎ যক্ষ কৃপণ——
ছিল যে নিকট - বনে ।

টেনে গঞ্জিকা, খুলি পঞ্জিকা,
থির করি শিব - রাত্রি,
সেই দ্বিজবরে সন্ধান তরে,
হ'ল সে, পথের যাত্রী ।

পেয়ে, কহে তা'রে সর্ব্ব প্রকারে
বুঝায়ে সুঝায়ে ধীরে
“ করেছি মানসা অর্চ্চিব শিবে
কাল, ভাঙা মন্দিরে ।”

ব্রাহ্মণ কয়, "তা' হবার নয়,
ঐ শিব নহে কা'রো,
প্রাণ যদি যায় ডরাই কি তায়,
কর যত তুমি পারো।"

যক্ষ কহিল, "জনমের ফল
একদিনে যায় কি হে?
ধর লও এই পঞ্চাশ টাকা,
শিব-পূজা কর গৃহে।"

(৩)

দু'দশ টাকায় কিবা আসে যায়?
কেন সে খোয়াবে পুণ্য?
পঞ্চাশ, তবে, ক্রমশঃ বাড়িয়া,
পঞ্চাশে তিন শূন্য।

তবু যে থাকিবে অর্দ্ধেক লাভ—
মনে মনে ভাবে যক্ষ,
যেহেতু, কল্য ভাঙা মন্দিরে
শিব দিবে এক লক্ষ।

ভাবে দ্বিজবর ভিজেছেন হর
তাহার চোখের জলে,
এত দিনে তাই ভক্তির ফল
দিতেছেন ঐ ছলে

কহিলেন তাই, "এনে দেরে ভাই,
বিশ্বনাথের নামে,
করিয়াছি ঠিক্ আজি সস্ত্রীক
চলে যাব কাশীধামে।"

টাকা দিল গণি কিন্নর ধনী
আনিয়া শূন্য - পথে,
দ্বিজ - দম্পতি চলে কাশীধাম
বোম্বাই - মেল — রথে।

(৪)

মিনিটে ঘণ্টা, ঘণ্টায় দিন
গণিতে লাগিল যক্ষ,
হ'য়ে একাগ্র ভাবিল ভাগ্য
লক্ষ্য করিয়া লক্ষ।

রাত্রি প্রভাতে রাত্রি আসিল—
আসল রাত্রি যেটা,
সাজে - সজ্জায় বসিল পূজায়
সেই ছোট্ট লোক বেটা।

"শঙ্করে নমঃ" জপিতে জপিতে
জপে "টঙ্কায় নমঃ
রাত্ বয়ে যায়, শিব নাহি চায়,
সব বুঝি যায় মম।"

শেয়াল ডাকিল, তবু আশা ছিল,
যেমনি ডাকিল, কা - কা
কহে ধন - জীব "ওরে শালা শিব,
সব্ বলেছিল ফাঁকা।"

ক্রোধে কাঁপে ঠোঁট করি মহা চোট
উঠিয়া কৃপণ - সিংহ,
"উপাড়ি ফেলিব," বলিয়া, জড়ায়ে
ধরিল সে শিব - লিঙ্গ।

"একি হ'ল হায়! এ যে মহাদায়।
করি কি উপায় হা'রে!"
শিব-লিঙ্গে সে ছাড়িবারে চায়,
লিঙ্গ ছাড়ে না তারে।

"ছাড় ভগবান! রাখ এ পরাণ,
গেল যা' যাবার প্রভু।"
ভগবান কয়, "ওরে নীচাশয়,
লক্ষ পূরেনি তবু।

পূর্ণ থাকিবে ভাণ্ডার তোর,
কেন হ'তেছিস্ ক্ষুণ্ণ?——
ব্রাহ্মণে, তোর দিতে হ'বে আরো
পঞ্চাশে তিন শূন্য।

রাজার রাজ্য আমি দিয়ে থাকি,
গরিবের গুঁড়ো খুদটা,
কৃপণের রাখি আসল বজায়,
ভক্তেরে দেই সুদটা।"

(৫)

গেল উৎপাৎ খসিল দু'হাত,
সম্মত হ'ল যক্ষ,
টেলিগ্রাফে টাকা পেল ব্রাহ্মণ,
পূরে গেল তা'র লক্ষ !

—•:✻✻:•—

দিন শেষ

যাও হে চলি !
পূরব তপন অবশ ক্লান্ত
হারায়ে মহিমা, অপর প্রান্তে
পড়েছে ঢলি ;
ধীরে ধীরে উড়ে শান্তির নীড়ে
যাও হে চলি !

উগ্র - অনিল সন্ধ্যা - গগনে
সাজায়েছে ঘোর জীমূত সঙ্ঘ
প্রলয় ভরে,
তিমির - তড়াগ তুলিতেছে ঢেউ,
শূন্য পাঁথার ! তীরে নাই কেউ :
এখনো মরাল, সাঁতারিছ, কোন্
সাহস ভরে ?

যাও চলি, চির - চন্দ্রিকাময়
বিরাম - গৃহে,
নিশ্বাসে নড়া ক্ষীণ এ বাসায়
বিশ্বাস কি হে !

নিশার ভ্রূকুটী চুমিবে যে দিন
উষার হাসি,
আশা হ'বে, যবে, ঘোর নিরাশার
বক্ষ - বাসী ;

পূর্ণিমা যবে ঢেলে দিবে সুধা
অমার মুখে,
সে দিন শান্তি ; তাই বলি, সখে,
যাও হে সুখে !

কেন ভুলে চাও ? বৃথা ও কিতব্
অশ্রু ঢালে ;
কেন জড়ে থাকো কুহকী লূতার
তন্তু - জালে ?

কেন প্রণয়ের তপ্ত আঙারে
যেতেছ গলি ?
ডুবে যায় রবি ;— উহারি সঙ্গে
যাওরে চলি !

হয়োনা নিরাশ, করো না কো ভয়,
চির-চাঁদিনীর কিরণে খেলগে
আঁধার ঠেলি —
চলে যাও, পাখী, অনিমেষ আঁখি
ঊর্দ্ধে মেলি ।

* বাঁকিপড়া রায়ৎ

বাবু বলিলেন "কে আছ কোথায়
পেয়াদারে আন ডাকি,
পিটে এ বেটারে লম্বা করুক্
খাজানা ফেলেছে বাঁকী !"

বড় দেরী হয়, প্রাণে নাহি সয় !—
পেয়াদা নামাজ পড়ে ;
চোক্ দুটি লাল কুঁচিয়ে কপাল
চীৎকার বাবু করে ।

বাঁকিপড়া কয় "অত চড়া নয়,
ভাঙ্গিবে, হুজুর, গলা ;
পেয়াদা যাবৎ না আসে, তাবৎ
দিতে থাকো কাণমলা ।"

"বেল্লিক্ চাষা করিস্ তামাসা ?"
এত কহি, ঘোর দৃষ্টি,
পিঠে করে তা'র ধর্ম্মাবতার
মুষ্টির শিলাবৃষ্টি ।—

অজ্ঞান চাষা ; সংবাদ খাসা
গেল দারোগার কাণে ;
আগেই যা তিনি, কর - কণ্ডুতে
বুঝিয়াছিলেন প্রাণে ।

আসি তাড়াতাড়ি করি বাড়াবাড়ি,
গুঁজি দু'হাজার রেস্ত,
করি মহাধুম্, কথা করি গুম্
চাষারে করিলা ব্যস্ত ।—

" গায়ে দাগ নাই, প্রমাণ না পাই,
দোহাই কেন না দিলি,
দশে পাঁচে আসি হইত সাক্ষি,
রক্ষা করিত মিলি ।"

বাঁকি-পড়া কয়, " অবসর কই ?
কর্ত্তা হে বুঝ না কি,
কিলের লাগাড় থামেনাকো তিল্
দোহাই কখন ডাকি ।"



গোলাপ

হাসিতেছি, সুখে ভাসিতেছি, রূপে
আলো করিতেছি ধরা,
সৌরভে, কত গৌরবে মম
কমনীয় তনু ভরা !

মোর বক্ষের নিগূঢ় কক্ষে
নিবসে মোহন বিন্দু—
পরশনে তার সুপ্ত বাসনা
উথলে যেন সে সিন্ধু ।

রত্নোজ্জ্বল যৌবন মোর,
পিঙ্গ-ধূসর জরা
সম বিখ্যাত ; সুখ্যাতি মোর
মরণেও নয় মরা ।

স্নিগ্ধ অমর-কিন্নর-নর
মম চুম্বিত জলে ;
মণি - কাঞ্চন সম অঙ্কিত
আমি,— বঞ্চিত ফলে !

—০ঃ****ঃ০—

* সেই সোজা

ইঁদুরে ডাকিয়া হাঁপিয়া কাঁপিয়া
কহিল গোখুরো সাপ,
"গেছি বড় বেঁচে ; দিত মাথা ছেঁচে,
সে কি লাঠী ? ওরে বাপ !

আমি করি কা'র তত অপকার
তুমি কর যা'র যত,—
কেটে জামা-ধুতি পট-পাঁজি-পুথি
খেয়ে ধান পান কত !

আমি টানা বোকা খাই মাছি পোকা
জান তুমি তাহা নিজে ;
বঁধু হে বল না না করি ছলনা
তথাপি কারণ কি যে—

পেলে মোর সাড়া করে সবে তাড়া
খুঁজে কত খুঁড়ি গাড়া,
ঢিল-পাটিকেলে খুন করে পেলে
বেটারা বিধির বাড়া ।

মাঝে মাঝে বটে তোমা দেখি চটে
নহে তবু অত বেশী,
মোরে যদি পায় কাঁচা গিলে খায়
ছিঁড়িয়া মাংসপেশী ।”

মুখে হরি হরি, রসিকতা করি
আসল কথাটা ঢেকে,
কহিল মুষিক, “আমি সোজা চলি
তুমি যে চল হে বেঁকে

তাই যত গোল ; উঠে মহারোল
তোমারে দেখিবা মাত্র —
কুটিলেরা হয় চক্ষের বালি,
সরল, দয়ার পাত্র ।”

কত টানা টানি উপদেশ বাণী
চেষ্টা, বিফল যত
ঋজু ভাবে চলা সাপে শুনে কলা
বন্ধু বুঝাবে কত ?

কিছু দিন পরে কৃষাণের করে
খেয়ে সে ভোটানী বোম্বা
হত ফণীবর পতিত উঠানে
সরল সটান্ লম্বা ।

মুষিক আসিয়া কহিল হাসিয়া
“ কি আর ঝাড়িবে ওঝা !
বলিলাম আগে শুনিলে না রাগে
পরে হ’লে সেই সোজা ।

* —-—o—— *

* বেকসূর খালাস

(১)

প্রাচীরে বসিয়া প্রাচীণ পেচক
স্বভাবের বশে নাড়িল মাথা,
ভারি চটে' তায় রাণী গিয়া গায়
রাজার নিকটে নালিশী-গাথা—

"বড় অবিচার তোমার রাজ্যে
ইজ্জৎ বল কেমনে রাখি ?
এ মুখের ছাঁদে মিল্ করি চাঁদে
ভাঙায় আমারে বনের পাখি ?

দক্ষিণ দ্বারী— ঘরের কড়িতে
ঝুলিব গলায় বাঁধিয়া দড়ি,
নয়ত, হেঁসেলে পুড়িয়া মরিব
কেরাসিন - ঢালা-কাপড়ে জড়ি ;

অথবা এই যে মস্ত মুগুর,
এই দিয়া দিব মাথায় বাড়ি,—
আর দেরি নাই, যদি, তুমি এসে
নাহি ধর কসে' তাড়া ও তাড়ি।"

২

রাজা ভাবে দায়! পাহারা পাঠায়
পেঁচারে ধরিতে; পাহারা গিয়া
দেখিল, পেচক মিটিমিটি চায়
পুরাণ পাঁচির ফাটাল দিয়া।

"কি দেখিছ আর? নাহি নিস্তার
রাজার রাণীরে দিয়াছ গালি,
চল, দরবারে পড়িয়াছে ডাক
এবার দেখিবে মশান-কালী।"

পেঁচা কহে "ভাই, কিছু করি নাই;
যা'হোক্ হুকুম মানিতে হবে;
কোন্ বেটা বলে মিথ্যা; সত্তি
যা'ব ঠিক্ বেলা বারটা যবে।"

৩

শুনি, কহে রাজা "দিব ঘোর সাজা,
ঘণ্টা গনিব ধরিয়া ঘড়ি।"
রাণী ছাড়ে গলা হাতে রাম-চলা,
আর-হাতে মোটা গলার দড়ি।

৪

যখন বাজিল বেলা সাড়ে দুই,
আস্তে পেচক হাজির হয়;
"এই বুঝি তোর বারটা রে চোর!"
রেগে টং রাজা পেচকে কয়।

পেঁচা কহে, প্রভু, দোষী নহি কভু;
কি করিব? আমি পেচক-রাজ;
আমার সভাতে দু'জন পাণ্ডা
তর্ক বাধা'ল ফেলিয়া কাজ।—

স্ত্রীলোকে পুরুষে কমি- বেশী কত
কহি, করে তা'রা কথার ফেরী;
প্রায় হাতাহাতি; করিনু সালিশী
সে দু'য়ের; তাই, আসিতে দেরী।

রাজা বলে, "এটা বুঝেনারে কেটা ?
ঝাড়িলি না কেন দু'চার বোল ?—
অর্দ্ধেক্ নর অর্দ্ধেক্ নারী
বলিলেই, যত চুকিত গোল ।

পেঁচা কহে "প্রভু ! স্ত্রীলোকটা তবু
বেশী ধরে দিনু ; নয় কি সেটা ?—
স্ত্রীলোকের ঠারে যে করে কুকাজ
পুরুষ তাহারে বলিবে কেটা ?"

চমকিয়া রাজা কহে "নাহি সাজা,
বেকসূর তুই খালাস পেঁচা,
তোর মত পাখী থাকে যে রাজ্যে
সে রাজা খায় না নাকের ছেঁচা ।"



আমি শরৎ

ওই জ্বলে তারা মাণিকের পারা—
উজ্জ্বল রবি ইন্দু,
গর্জ্জন পুনঃ— দামিনী বিকাশ,
গুটি কত ফাঁকা বিন্দু ;

নির্ম্মল তনু ক্ষণ-অম্বুদে
ফেলিনু আবার ঘিরে,
আমি যাদুগীর অতি অস্থির—
এসেছি আবার ফিরে !

ওই দেখ পুনঃ নীল মাণিকের
আকাশ - আঙিনা - গায়
সাদা বাদরের চাদরের আড়ে
চাঁদরাণী হেঁটে যায় ;

বাজিল আবার ঝঙ্কার ভেরী
কাঁপায়ে পাপীর প্রাণ,
আঁক তুমি কবি ভাবনার ছবি
বুকে ধরি ভগবান।

বরষার-বেগে- ভরা নদীগুলি
ক্রমে করিতেছি ক্ষীণ—
বেশী বাড়াবাড়ি ভাল নয়,— তায়
মরিবে দুঃখী দীন।

মনে থাকে যেন আমি যাদুগীর—
সে যাদুকরের শিষ্য,
পলকে পলকে পরিবর্ত্তনে
ঘুরায় যে ভব দৃশ্য।

তাঁরি প্রেমাশ্রু- শেফালি নিচয়
ধরণী চুমিছে লুটি,
ফুটেছে কমল তাঁহারি অমল
আনন, চরণ দুটি ;

দশ দিকে যাঁর ভুজ বিস্তার
তাঁহার পূজন তরে
স্থলপদ্মাদি রক্ত কুমুদ
ফুটালেম থরে থরে।

ফুটেছিল কাশ— বুড়ো বর্ষার
পক্ক ধবল কেশ,
আমি তাই দিয়ে গড়েছি চামর
অর্চ্চিতে পরমেশ।

যাদুকর আমি— জাগায়ে তুলেছি
গুণী ধনী মানী নিঃস্বে,
সেই সৌরভে— সেই গৌরবে
পূর্ণ করিয়া বিশ্বে।



* শীত

কণ্ঠে ধরেছ ধুতুরার হার
অঙ্গে মেখেছ কুয়াসা-ছাই,
কুহু টঙ্কার কিবা ঝঙ্কার
তব তপস্যা কাননে নাই ;

ভ্রূকুটি ভীষণ নিরখি তোমার
স্তব্ধ কানন ভাবিছে ধীরে।
গভীর সমাধি ভাঙিবে ভাবিয়া
বনরাজি, সাজ ত্যজিল কিরে !

তীব্র পবন— ত্রিশূল তাড়নে
জড় জঙ্গম জড়িত যত।
বিহরে তোমার— নৈশ-শ্মশানে
পেচক হুতুম্ ভুতের মত।

প্রহরে প্রহরে শৃঙ্গ নিনাদ
শৃগাল শব্দে শুনিতে পাই,
শুভ্র হিমানী— বৃষভে আসীন
এস সন্ন্যাসী শিবের ভাই।

০ —

* পেচক

১

সন্ধ্যার ছায়া ঢাকিয়াছে কায়া
ঢাকিয়াছে তোর বক্ষ,
আছিস্ কোথায় বুঝা নাহি যায়
শব্দে মাত্র লক্ষ্য।

উদিলে চন্দ্র ঘুচিবে ধন্ধ,
ছুটে যাবে যত ঘোর,
তখন দেখিব মায়াবি - পক্ষি !
মূরতি কেমন তোর।

—০* ৭ *০—

সোলেনামা।

নামে ব্রাহ্মণ, কর্ম্মে চাঁড়াল,
ছাড়েনি গলার সূত্র,
পরিচয় চাও, বলিবে অমনি,
"আমি অমুকের পুত্র।"
করা চাই তার নিত্য বাজার,
খেয়ে নাই অবসাদ,
পেঁয়াজ - রশুন শালিক্ - শকুন
কিছু নাহি যায় বাদ!
ছত্রিশ - হাতে খায় মাছে - ভাতে,
বুঝে না ব্রহ্ম ছাড়া.
হেরি' বিপত্তি, তেত্রিশ – কোটি
দেবতারে করে খাড়া,
ধর্ম্ম-বিবাদে চার্ব্বাক-মুনি
গৃহিনীরে বলে গাধা;
গায়ত্রী জাপ ? সে যে মহাপাপ !

জপিত তাহার দাদা ।
সত্য কথায় কালো করি, তোলে
যুধিষ্ঠিরের মুখ,
অশ্লীল - বাণী বলিতে না জানে
যেন গণিকার শুক।
ইত্যাদি যত ক'ব আর কত
পুণ্যের কথা তার ?—
ঘরকন্নার যত আয়োজন,
হয় চুরি, নয়, ধার।

২

গৃহিণী কহিল "বয়েস তোমার
হ'ল সত্তর বর্ষ,
আহার - বিহার করিয়াছ সার,
ধর্ম্ম করনি পর্শ ;
যম্ - রাজা যবে তল্লাসী ল'বে—
উত্তর দিবে কিবা ?
রাম্ কি রহিম্, শাম্ কি করিম্
ভজ নাই শিব - শিবা !"
"ভজিলে কি হয় ?" রাগিয়া সে কয়,
"পর - উপকারে ফল,
তৃষ্ণায় মরে ধর্ম্মের ষাঁড়,
তা'রে দিয়েছিনু জল ;—

বাঁচিল না বটে! তবু অকপটে
বলিল, আকুল শোকে।—
স্মরণ করিলে উপকার মোর
করিবে সে পর-লোকে।—
সেই বিশ্বাসে গুটায়ে বুদ্ধি
রাখিয়াছি ধড়ে বদ্ধ,
খুন্ যদি হও বলিব না তাহা—
তুমি বেকুপের হদ্দ।”
মরে’ গেল সেই ব্রহ্ম-চাঁড়াল
মাথায় পাপের হাঁড়ি;
সতী-বনিতারে লিখে দিয়ে গেল
অমরাবতীতে বাড়ী।
দিয়ে হাত-কড়ী যমদূত কড়া
ধরি নিয়ে গেল তা’রে,
যেথা মহারাজ মহিষ-ধ্বজ
বসেছেন দরবারে।
“পাপের তোমার নাহি দেখি পার!”
কহে মৃত্যুর রাজা
বহু-দিন ধরি নরকে বিচরি
সহিতে হইবে সাজা।”
যমের কথায় চলি’ গরিমায়

ব্রাহ্মণ - পাপী কয়
" ষাঁড়ে দিনু জল, তাহার কি ফল ?—
সেটা বুঝি কিছু নয় !"
যম্ কহে " বাবা ! সেটা তুমি পা'বা
পাঁচ মিনিটের তরে,
দুঃখের পর সুখ বটে ভাল,
নিও তুমি তাহা পরে ।"
ব্রাহ্মণ বলে " ফেলে দাও জলে
তোমার ওসব ফাঁকি,
আগে নিব আমি পুণ্যের ফল
ষাঁড় - শর্ম্মারে ডাকি ।
দেরি নাই আর, সাড়া পেনু তা'র,
ডাকিয়াছি মনে মনে ;"
এল বৃষবর, যেন মহাঝড়,
ধর্ম্মের নিকেতনে ।
" কি বলিবে ভাই, বল করি তাই
যাচনা তোমার যাহা,
ভুলি নাই সেই অন্তিম জল—
স্নিগ্ধ - মধুর আহা !"

ব্রাহ্মণ কয় "দুনিয়ার ভয়
নিবারিব ভাই ষণ্ড !
হ'য়ে নিরুপায় ডেকেছি তোমায়,
যমে দিব শূল - দণ্ড।—
দেরী নাহি সয়, বেশী কিছু নয়—
পাঁচ মিনিটের কাজ,
তোমার শিংয়ের চিকণ আগায়
বসিবে ধর্ম্ম - রাজ ;
যদি স্বেচ্ছায় বসিতে না চায়
টানিয়া বসাও তা'রে,
আমারে বসাও পৃষ্ঠে আপন,
জলদান শোধিবারে ।
মস্তক নত বৃষ সম্মত ;
পাপী আরোহিল পৃষ্ঠে,
বাক্যের ভাঁজ বুঝি যম - রাজ
দৌড়িলা একদৃষ্টে ।
দৌড়িল ষাঁড় নিচু করি ঘাড়
যমের পেছন লক্ষ্য—
পায়রার পাছা লক্ষ্য করিয়া
ছুটে যথা বাজ - পক্ষী ।
নাহি নিস্তার মৃত্যু – রাজার,
পক্ষ বাঁধিলা পায়,

সময় নষ্ট দেখিয়া কষ্টে,
ক্রুদ্ধ - বৃষভ ধায় ;
ব্রাহ্মণ কয় „ করিওনা ভয়,
আছে পুণ্যের পরচা,
ক্ষতি পূরণের উপর উহার
দিতে হ'বে আরো খরচা ।”
কহে কৃতান্ত বৃত্তান্তটা
গিয়ে ব্রহ্মার কাছে,
বণ্ডের পীঠে চণ্ড – মূরতি
ব্রাহ্মণ হাঁকে পাছে ।
শুনি সমুদয় বিরিঞ্চি কয়
“ কি আছে যমের জোর ?
আমারো উপর পাঁচ - মিনিটের
হুকুম চলিবে ওর ।
যাও বাপু চলি, আমি সোজা বলি,
ষণ্ড নেহারে মোরে,
দেরি করি আর আমারে আবার
ফেলিবে বিপদ - ঘোরে !”
গেল তবে যম কণ্ঠে বসন
বৈকুণ্ঠের দ্বারে,
পশ্চাতে ষাঁড় নীচু করি ঘাড়
হুঁক্‌রায় বারে বারে ।

চক্ষের জলে বক্ষ ভাসায়ে
বলে যম বৃত্তান্ত ;
বিষ্ণু বলেন "পুণ্যের ফল
কাটিতে কে পারে ভ্রান্ত ?
যাও তাড়াতাড়ি মোর গৃহ ছাড়ি ;
পাপী যেথা যায়, যাক্‌গে,
যদি রেগে যায় কেবা জানে হায়,
কি আছে কাহার ভাগ্যে ?"
চোখে - মুখে রজঃ, মহিষ ধ্বজ
ছুটিলা বায়ুর বাড়া,—
ঠোঁট্‌ করি ফাঁক্‌ যথা দাঁড়কাক্‌,
ফিঙা - পাখী দিলে তাড়া ।
ইত্যবসরে পঞ্চ মিনিট্‌
গত ; যম্‌ কহে উল্টা —
"মহিষের শিংএ চড়াব এবার !"
পাপী বুঝাইল ভুল্‌টা ।
"দিতে হ'বে নিট্‌ সে - পাঁচ - মিনিট,
বুঝে দেখ, নির্ঘাত !—
কৈলাসে চল, দেখি, কি বিচার
করে সে বিশ্বনাথ ।"
কৈলাসে যায় সঘনে হাঁপায়,
মহা দড়বড়ি শব্দ,

ঊৰ্দ্ধ - কর্ণে ভাবে ভোলানাথ,
" একি ঘোর সমারব্ধ !"
সখণ্ড দ্বিজে হেরি প্রভু নিজে
জিজ্ঞাসা করে যমে ;
করে সে রটনা সমুহ ঘটনা
আমূল অনুক্রমে।
নন্দিরে ডাকি বৃষ - কেতু ক'ন
" কি আর দেখিস্ বসি ?
আমাদের সেই ষাঁড়টা কোথায় ?
বাঁধ্ গিয়ে তা'রে কসি ।
কি ঘোর কাণ্ড ! এ যে প্রকাণ্ড
মহারাগান্ধ ষাঁড় !
এটারে দেখিয়া সেটা যদি রুখে,
নাহি, বেটা, নিস্তার !"
আপোষে বিচার করি ঈশ্বর,
কহিলা যমের প্রতি, —
" বিধি - হরি - হরে দর্শন ভরে
পেল' এ পরম - গতি ।"
দ্বিজে চাহি হর কহে তারপর
" উজ্জ্বল তোর ভাবী,
কথা রাখ্ মোর, ছাড় বাবা তোর
পাঁচমিনিটের দাবী ।

ধর্ম্মের ষাঁড়! সোজা কর ঘাড়,
কৈলাসে থাকো রঙ্গে,
খাও বার - মাস ফল - ফুল - ঘাস
আমার ষাঁড়ের সঙ্গে।"
প্রণমিয়া হরে, স্বাক্ষর করে,
তা'রা, সোলেনামা - খান্;
দ্বিজ গেল চলি ইন্দ্র - নগরে,
বাঁচিল যমের জান্।



কৃপণ ও কৃপণ পত্নী

একটি বলিতে চা'ল্ নাই আজ ঘরে,
তোলা দিনু ভাঁড়ে, তলা ঠক্ ঠক্ করে।
দু আনায় এনেছিলে হলুদ ও নূন,
দু আনায় আলু আর পোকৃড়া বেগুন;—
কদিন যাইতে বল? সেই বুধবার!
বলিলে বল না কথা মুখ কর ভার।

তু আটি বাঁশের খড়ি ঘুণে ধরা ছাই
পুড়িল তুলার মত দিতে আর নাই ।
চাকর রেখেছ রোগা খোরাকের ডরে
এ ঘরে ও ঘরে যেতে পিলে ফেটে মরে।
সকালে বিকালে তার গায়ে আসে জ্বর
দুপুরে খাবার হলে ঘামে কলেবর ।
কল্সী ঘটিতে নাই এক ফোঁটা জল,
কি দিয়া কি করি হায় রক্ত হ'ল জল।
স্কুলে যাবে ছোঁড়া, রোদ্ ভরিল উঠানে;
হায় রে আমারে কেন যমে নাহি টানে ?
আট হেতে ধুতী, তাও তালি দিয়ে কাঁথা
পা ঢাকিতে গা খুলে, গা ঢাকিতে মাথা।—
ধুইতে উঠে না মলা কাচি মিছামিছি,—
সে দিন ডরিল " বামা " ভূত বলে, ছিছি।
তেল বিনে কাল কেশ কটা যেন পাট,
তার মাঝে ঘুরিতেছে উকুনের হাট ।
আর, এই বুঝি তোর মাকড়ী সোনার ?
যে তোর প্রেয়সী থাকে কাণে দেগে তার।
জুতো পায়ে সব ছেলে যায় পাঠ ঘরে,
উছটে উছটে মোর বাছা গেল মরে'।
আপনি করেছ সার তালতলা চটি,
তাও ত আরের 'পরে থাকে সদা উঠি।—

স্বভাবের দিনে যদি উঠে তাহা পায়,
অভাবের দিনে মোর পিঠেতে লাফায়।
মর গে, গলায় দড়ি! মুদো যদি আঁখি,
কে দিবে টাকার তোড়া ঘুম ঘোরে ডাকি?
চোপ্ মাগী, কহে কর্ত্তা রাঙা করি চোক্।
কে চায় দেখিতে বল্ তোর অত রোক্?
চা'ল্ নাই ঘরে, তার খুদ গেল কই?
রান্না হয় না বুঝি তেল নূন বই?
পিশে নিয়ে খুদ গুঁড়ো রুটি কর তায়
এক পোয়া দানা গুড় দিবে তাহে সায়।
খড়ি নাই, নড়ে দেখ হেঁসেলের পাছে
শুখান বন্যার গাছে কত ডাল আছে।
কি কাজ চাকরে দাও এনে দেই জল,
একটুকে কেন কর অত কোলাহল?
পাঠশালে যাক্ ছোঁড়া, এসে খাবে রুটী,
না হয় দুটোর সমে নিয়ে নিবে ছুটী।
তিন হাত মানুষের আট হাত ধুতী
কেমনে হয় না, আমি বুঝিয়া না উঠি!
মলা দেখে "বামা" ডরে তোমার কি তায়?
তুমি ত ডরনি সেথা দেখিয়া "বামায়"।
আর যদি ধোয়া ধুতী পরিতে ইচ্ছিলে,
"শ্যামা" করেছিল ক্ষার কেন নাহি দিলে?

পুকুর পাড়ের মাটী আটা কাটে বড় ;
মেজে চুল, কেশুরের রসে কাল কর।
সোনার মাকড়ী কিনে কি হবে আমার,
পেতলেতে হয় যদি সোনার বাহার ?
খালি পায়ে ছেলে যায়, তাই ছাড় গলা,
বাবু সেজে গেলে তার পড়া হবে কলা।
আপনি কিনেছি আমি তালতলা চটি
তোমারি খাতিরে তাহা বুঝে দেখ খাঁটি —
পিঠে যদি পড়ে রোজ সেপাটের বাড়ী
ধরিতে হবে না আর হাতা কাঠী হাঁড়ী।
না মুদিতে আঁখি যদি তোড়া ছেড়ে দি,
মুদিলে এ আঁখি, মাগি, তোরা খাবি কি ?

ধুতুরা

কান্তিহীনা আমি, তাই, কান্তারে পাঁথারে বাঁধি বাসা,
আমারে চাহেনা কেহ, নাহি যে গো সুগন্ধের আশা!
কুঞ্জে কিবা নিকেতনে যদি বা কিঞ্চিৎ পাই স্থান,
বিলাসীর নেত্র - পাতে আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠে প্রাণ—
কি জানি, যদি সে, তার সুষমার অন্তরায় বলি'
আমারে নিহত করে গর্ব্বিত চরণ - ভরে দলি!
তবে যে বাঁচিয়া আছি লাঞ্ছনা সহিয়া মর্ম্মে হত—
সে কেবল ভেবে মনে, পরের কল্যাণে আমি রত।
বিধি-বিষ্ণু দূরে সরে, সুরাসুর সহেনা নিশ্বাস!
আশার আশ্বাসে, তবু ছাড়ি নাই তা'দোরো বিশ্বাস!
পাগল করিব ডরে পরিহরে মোরে মুগ্ধ জীব;—
আগ্রহে গ্রহণ করে গুণ-গ্রাহী বিষ-পায়ী শিব।

কালী

১

শুষ্ক সাগর রুক্ষ ভীষণ
মরুভূমি যার নাম
বৃক্ষ - পুষ্প বিহীন নিরাশ ;
সেইখানে তব ধাম

২

যেখানে জলধি গরজে গভীর -
ভীষণ অপরিসীম্ !
যেখানে নক্র ঘুরিছে চক্রে
ব্যাদানি বদন ভীম ;

উড়িছে যেখানে অণু পরমাণু
ছিন্ন ভিন্ন বেশ,
আশার যেখানে নাই কোন আশা
সেই, মা, তোমার দেশ !

৩

গৃধ্র-পক্ষ ধূসর জটায়
ব্যোমরূপী ব্যোমকেশ
মহাতাণ্ডবে মত্ত যেথায়
সেথা তব সমাবেশ !

৪

যেখানে ঝিল্লি ঝন্ ঝন্ রবে
জাগায় সুপ্ত বন,
যেখানে পশিলে থরকম্পিত
যোগীরো দীপ্ত মন ;

যেখানে পেচক — হুতুম সতত
ডাকে সে ভূতের মত,
যেখানে বায়স ফুকারে ডঙ্কা ;
সেইখানে তুমি রত !

৫

কেন ঘুর অত হয়ে বিব্রত
খুঁজিয়া ভীষণ বাসা ?—

আমার হৃদয়ে হও সমাগত
পূরিবে তোমার আশা

জীবাত্মা

১

বাসনায় হত, রসনায় রত,
চক্ষু থাকিতে অন্ধ,
অলি সম, মধু - সৌরভে গত,
ভুলেছি পরম - গন্ধ ।

২

সমুদার, তবু, অনুদার আমি
ভ্রমি যে কীটাণু ছন্দে,—
স্বপ্নোজ্জ্বল বিশ্বে বাঁধিয়া
ক্ষণিক বালীর বন্ধে।

ভুলিয়া তথ্য অনাদি সত্য
যদিও হয়েছি ছিন্ন ;—
তবু অভিমত সে সদাব্রত
আমা হ'তে নহে ভিন্ন।

দীপ-শিখা

১

চঞ্চল বায়ু যদিও কাঁপায়,
এই আছি, এই নাই ;
ক্ষুদ্র জীবন উজ্জ্বল মোর
যদিও ক্ষণস্থায়ী।

২

নির্ম্মল প্রাণ, কখনো আমার
নীচ গতি নাহি জানে।
তাই, চিরদিন, ভুলিয়া আঁধার
চাহি সে ঊর্দ্ধ পানে।

একটি কুনো ব্যাঙ্

১

দু'হাতে দিয়ে ভর বসেছ হাঁটু গাড়ি
আমার ভাঙ্গা ঘরে, চাহিছ অনিমেষ
আমার পানে ;
করুণ চেহারাটি — দারিদ্র্যের ছবি—
দেখিলে ব্যথা জাগে মো সম দুঃখীর
দগ্ধ প্রাণে ।

২

বুঝেছি, কেন হেথা ; দারুণ বিষধর
উদর পরায়ণ, দিয়েছে তাড়া বুঝি ?
তাহে কি ডরো ?
হরষে লাফালাফি কর এ গৃহে মোর,
ক্ষুদ্র কণাগুলি, না চেয়ে, অকাতরে
ভোজন করো ।—

৩

স্বাধীন প্রকৃতির প্রবল পরিখায়,
এ কুটির-দুর্গ, রয়েছে বেষ্টিত
কর কল্পনা ;
দেখ এ মুষ্টির যষ্টীটি আমার !—
এটাত সোজা নয় (ধর্ম্ম এরে কয়)
ভাঙ্গিব তাহে শত ফণীর ফণা ।

মেঘ

কোথা হ'তে অকস্মাৎ এ দয়ার্দ্র বেশে
হে অম্বরচারী, অম্বু ঢালিছ অক্লেশে
দগ্ধপ্রায় মেদিনীর জ্বলন্ত চিতায় !
তব স্নেহময় দেহ, দ্রবীভূত হায়,
হতেছে ক্রমশঃ ক্ষীণ মহাশূন্যে লীন
সাধিয়া বিশ্বের হিত ; গম্ভীর প্রবীণ
তব মহামন্দ্রে, মেঘ, কাঁপে পাপাত্মার
ক্লিষ্ট কলুষিত প্রাণ ; সম্ভ্রম সঞ্চার

হয়, ভক্তি-ভীতি সহ, সাধুর অন্তরে !
উৎকণ্ঠ প্রণয়ী, আজি দূর দেশান্তরে
শুনে প্রেয়সীর স্বর ; — তোমারি' তড়িৎ
শিরায় শিরায় তার হয় প্রবাহিত
উচ্ছাসি বাসনা শত ; কত বিঘ্ন ঠেলি,
ধায় সে গৃহের পানে কর্ম্মে অবহেলি !
কে তোমা চাহেনা বিশ্বে, হে বিশ্বজীবন !
ওই অভিরাম শত কুঞ্জ-উপবন
খুলেছে অমল নেত্র তোমারি পরশে ;
ওই বিহঙ্গম হংস—প্রমুখ, হরষে
সরসে করিছে ক্রীড়া ক্ষুব্ধ করি বারি ;
ওই সহচর তব বিন্দুর ভিখারী
সুভাষী চাতক, তোমা করিছে অর্চ্চনা ;
তব ধারা-পানে স্ফীত, প্রখর-যৌবনা,
বিলোল-বিভ্রমে নাচে বানিণীর মত;
তরঙ্গিনীচয় ; তব আসার-স্নপিত
নীল বনরাজি, আজি কবরী রচনা
করিয়াছে ধরিত্রীর । তব আরাধনা,
শত বাক্যে শত কবি, করে চিরদিন ;
হে চির সঞ্চয়ী, তুমি, দান করি' দীন !

মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের অভিষেক

আরোহি আশার রথে চলিতে চলিতে পথে
রবি-অস্তে তুমি কি শঙ্কিত ?
পথিক্ ! কেঁদ না আর, সরিতেছে অন্ধকার
নবসূর্য্য হতেছে উদিত ।

পদ্মে হেরি পরিম্লান চঞ্চল বিকল প্রাণ
চঞ্চরিক্ ! গুঞ্জর আবার,
চেয়ে দেখ পুরোভাগে ; সেই কান্তি, সেই রাগে
উৎপলের নবীন সঞ্চার ।

জাগো সুখী সৌধ-শিরে, মন্দিরে দেবতা জাগো
কুটিরে কুটিরে জাগো চাষা,
শ্মশানে সন্ন্যাসী-যতি পর্ণশালে জাগ ব্রতী
পূর্ণ হ'বে শতমুখী আশা ।

নিশিদিন ক্ষুধাক্ষীন অবসন্ন অন্নহীন
জাগ্ রে ভিক্ষুক, তরু-তলে,
সুপুষ্পিত কল্পতরু ভূষিত করিছে মরু,
আর না জ্বলিবি ক্ষুধানলে।

গাঁথি নিরঞ্জন মালা সাজায়ে সরোজ ডালা
শত খণ্ডে ভাঙ্গি দেহখান—
শতেক সুন্দরী সাজি, নাটোরের লক্ষ্মী আজি
গাও সুখে অভিষেক গান ।

প্রাণ-ভরা অনুরাগে অর্চ্চনা-ভজন-যাগে
রত হও ঋত্বিক যতেক,
সুবর্ণ-কলসী ভরি, শত উপাচার ধরি
বর্ষ বারি, কর অভিষেক ।

সে মহিমা সে গৌরব, অতীতের সে সৌরভ
পুরিবক্ষে হোক্ প্রতিভাত,
মুকুট-মঞ্জরী আজি মস্তকে ধরিছে সাজি
নৃপ-কুঞ্জে, চারু পারিজাত ।

চপলে ! সুস্থিরা হও অনিমেষ চেয়ে রও
স্থির-জ্যোতি কর লো বিস্তার
আপনি থাকিয়া ঢাকা সঘনে ঘুরাও পাখা,
“না” বলিলে, নাহি যে নিস্তার ।

আজ মহারাজা নাই গরব করো না তাই
বিপদে পড়িবে তুমি পাছে,
শরীর গিয়াছে বলি শাসন যায়নি চলি—
ইন্দ্র গেছে, জয়ন্ত যে আছে ।

সিংহাসনে বস সুখে প্রসাদ - প্রসন্ন -মুখে,
স্বাগত নূতন মহারাজ !
দিনে দিনে হও ঋদ্ধ অজেয় অজর বৃদ্ধ
সিদ্ধ হোক্ অসাধ্য যে কাজ ।

দেবতার শুভ দৃষ্টি হোক্ রাজ্যে বসু বৃষ্টি
দুই হাতে কর রাজা দান,
সদা অকাতর চিত্তে তৃণজ্ঞান কর বিত্তে
বিপন্নে করিতে পরিত্রাণ ।

জনকের বন্ধু যত তা'রা জনকের মত,
প্রজা যত পুত্র কন্যা পারা
প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর রাজার শরণাগত,
বামা মাত্র জননীর বাড়া।

মানব, ঈশ্বর নহে; ঈশ্বর মানবে রহে—
যে মানব সহে অত্যাচার,
অতএব মহারাজ ! শিরে ধর শত বাজ
সহ শত লাঞ্ছনা মিথ্যার।

ভুল যদি জন্মভূমি, জননীর পদ চুমি
হ'বে নাকো কোন ফলোদয়—
পিতা পিতামহ মাতা যে ভূমির অধিষ্ঠাতা
তা'রে বটে জন্মভূমি কয়।

বিদ্বানে সুনীতি দান, বর্ব্বরের বৃথা ভাণ
বৃথা বাক্যে প্রয়োজন কি বা ?—
সত্যে থাকো মহারাজ, চলিবে তোমার কাজ
চলে যথা রাত্রি সহ দিবা।

জয় - মাল্য শিরে ধর প্রকৃতি পালন কর
পূর্ণ কর শত অভিলাষ
শ্যামের সুতীব্র বাঁশী কালীর করাল হাসি
বিঘ্ন তব করুক বিনাশ।

* বিয়োগাষ্টক

(মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের স্বর্গপ্রাপ্তি উপলক্ষে)

১

............এত শীঘ্র কেন আবাহন !
অকস্মাৎ শূন্য হ'লো ত্রিদিবের কোন্ সিংহাসন ?
কোন্ রাজা পুণ্য-বলে কোটি কল্প করি স্বর্গবাস
ব্রহ্মপদে হ'লো লীন পূর্ণ করি শত অভিলাষ ?
না মিলিল সুরপুরে সমতুল্য নরপতি তার,
পূরণ করিতে স্থান প্রয়োজন তাই কি তোমার ?

২

লক্ষ চক্ষে অশ্রুধারা প্রবাহিত হোক্ অনর্গল,
বন্ধু পরিজন ভৃত্য চীৎকারে ছিঁড়ুক নভস্তল,

প্রবন্ধে শতেক ছন্দে ডাকিয়া মরুক্ শত কবি,
ভ্রূক্ষেপ নাহিক তব, ওগো লুপ্ত নাটোরের রবি !—
পৃথিবীর করণীয় সম্পন্ন যদিও নরবর !
সাধিতে দেবের কার্য্য এবে তুমি দ্রুত অগ্রসর।

(৩)

স্তব্ধ আত্মা, অন্ধ আঁখি, ক্ষুব্ধ মন, শ্রবণ বধির,
বারেক বিশ্বাস হয়, চিত্ত পুনঃ সন্দেহে অস্থির ;
শূন্য হতাশের ছায়া ক্রমে ঘনীভূত মূর্ত্তিমান
প্রেত সম ঘিরে নিল এ আমার হৃদয়শ্মশান ;
"তুমি নাই" দুটি কথা যুগান্তের শৃঙ্গনাদ সম
কর্ণের কুহরে পশি বিদীর্ণ করিল হিয়া মম !

৪

কোন দিন ঘটে নাই, ঘটিবে না কোনদিন পরে,
অলৌকিক হেন কিছু ঘটে নাই বুঝিনু অন্তরে ;
বেশী দূর নাহি আর—সিন্ধু প্রায় হইয়াছি পার ;
পরবর্ত্তী কত যাত্রী অগ্রগামী হইবে আমার ;—
ইত্যাদি সান্ত্বনা শুনি, ক্ষণ-শান্ত চিত্ত হুতাশন
উগ্র দুর্ভাবনা-ঝড়ে জ্বলিয়া উঠিছে অনুক্ষণ।

৫

কা'রো কথা ভুলে যাই, কা'রো তরে কেঁদে মরি ভবে
কিসে কহ, দার্শনিক্! জগতে ভিন্নতা নাই তবে!
প্রমান তুলিয়া রাখ;–হস্তীমাত্র নহে ঐরাবত,
অভ্রভেদী হিমাদ্রি কি জগতের যতেক পর্ব্বত?
যাবতীয় সলিল কি জাহ্নবীর পরিপূত জল?
যাবতীয় নৃপতি কি জগদিন্দ্র নৃপতি কুশল?

৬

ক্ষান্ত হও গুণগানে; বৃথা স্তুতি ক্ষুদ্রে শোভা পায়,
স্বভাবের ফুল্ল পদ্মে হীন শিল্পী রঞ্জিবারে চায়;
কাঁদিওনা, ক্ষান্ত হও, তপ্ত অশ্রু দহিবে আত্মারে!
দর্পণে নিশ্বাস সম দুঃখ-শ্বাস কলঙ্কিবে তারে!
শান্তির নির্ম্মল নীরে ধুয়ে ফেল মানস দর্পণ—
বিম্বিত রহিবে তায় উদার মুরতি অনুক্ষণ।

একাকী চলনি পথ কভু তুমি পরিজনপ্রিয়
জগতের সকলেই ছিল যেন তোমার আত্মীয়।

ভ্রমিতে এ দূর পথে কারেও ত ডাকনি এবার ;
একাকী যাওনি সত্য, তথ্য আমি বুঝিয়াছি সার—
দয়া-দান বদান্যতা-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণ যত
পরম আত্মীয় ছিল—তারাই হয়েছে অনুগত।

৮

মর্ম্মাহত তাই মোরা স্মরি সন্ততির দীন-দশা
কোথায় দাঁড়াবে তারা, কিবা আছে তাদের ভরসা !
অনুরোধ এইমাত্র দয়া দান-আদি অনুচরে
কর আজ্ঞা নিবসিতে কুমারের অমল অন্তরে।
কি কহিলে নরদেব ?—পূর্ণ হবে যাচনা আমার ?
দূরে থাকি লও এই প্রিয় অধমের নমস্কার।

সমাপ্ত